শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

ভাষার দুটি দিক একটি তার বাইরের প্রকাশ, অন্যটি ভিতরের অর্থ। নানা কারণে ভাষার এই দুটি দিকের পরিবর্তন হয়। বাহ্যিক দিক অর্থাৎ ধ্বনি পরিবর্তন হয় অর্থগত দিক বা শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। নানা কারণে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্থূল কারণ ও সূক্ষ্ম কারণ।

- স্থূল কারণ তিন প্রকার। যথা - ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও উপকরণগত কারণ।
- সূক্ষ্ম কারণগুলি নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন সাদৃশ্য, মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা, আলংকারিক প্রয়োগ ইত্যাদি।

শব্দার্থ পরিবর্তনের স্থূল কারণ
ভৌগোলিক কারণ

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন ‘শাক’ শব্দ বাংলাদেশে ভোজ্যপত্র বোঝায়, কিন্তু পশ্চিম ভারতের রুক্ষ জলবায়ুতে যে কোনো সবজি জাতীয় খাদ্যকেই শাক বলা হয়।

ঐতিহাসিক কারণ

জীবনযাত্রার পরিবর্তনের শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ ও পরিবর্তিত হয়। যেমন অতীতে পুরুষরা বিবাহযোগ্য কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যেত। বিবাহ কথাটির তখন অর্থ ছিল বিশেষ রূপে বহন করা। বর্তমান দিনে এইরকম সংস্কৃতি আর নেই। এখন বিবাহ শব্দ অর্থ বিশেষ রূপে বহন করা নয়, এখন অর্থ পরিণয়সূত্র।

উপকরণগত কারণ

যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয় সেই উপকরণের নাম ও ধর্মানুসারে অনেক সময় বস্তুটির নামকরণ হয। পরবর্তীতে সেই বস্তু তৈরিতে উপকরণ পাল্টে গেলেও পুরনো নামটি থেকে যায়। যেমন-

শব্দার্থ পরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ
সাদৃশ্য

সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য একটি জিনিসের আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অর্থ পরিবর্তন হয়। যেমন যে শস্য থেকে তিল তেল তৈরি হয় সেই সর্ষের কালো রঙের সঙ্গে মানুষের শরীরের চামড়ার ছোট্ট গোল কালো রংয়ের দাগের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তাই ওই ডাগকে 'তিল' বলা হয়। অতীতে 'তিল' বলতে বিশেষ শস্যকেই বোঝাত, এখন গায়ের বিশেষ কালো দাগ কেও বোঝায়।

মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার

সাধারণ লোকের ধারণা অশুভ বিষয় বা বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এর ফলে অনেক সময় অশুভ বিষয় বা বস্তুকে শুভ নাম দেওয়া হয়। একে সুভাসন বলে। এর ফলে নতুন নামটি নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে হতে অর্থ বিস্তার ঘটে। যেমন মৃত্যু অর্থে গঙ্গলাভ করা, সাপ অর্থে লতা ইত্যাদি।

শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা

ভাষা ব্যবহারের সময় শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তার কারণেও শব্দার্থের পরিবর্তন হয়। অনেক সময় বক্তা শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তার কারণে শব্দের পুরোটা ব্যবহার না করে আংশিক ব্যবহার করে। তাখন শব্দার্থের পরিবর্তন ঘতে। যেমন সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালানো কে ‘সন্ধ্যা দেওয়া’ রূপে ব্যবহার করা হয়।

আলংকারিক প্রয়োগ

অনেক সময় আলংকারিক অর্থে কোনো শব্দ অতি ব্যবহৃত হলে সেই শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিবর্তন হয়ে সাধারণ গতানুগতিক অর্থ প্রচলিত হয়ে যায়। যেমন ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়া বোঝাতে গণেশ ওল্টানো।

ধন্যবাদ